যুগান্তর

তারিখ 8 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গফরগাঁওয়ের হাতিখলা গোলাম রহমান দাখিল মাদ্রাসা

মাদ্রাসায় ছাত্র নেই শিক্ষক নেই তবুও পাসের হার ৭০ ভাগ!

তফাজ্জল হোসেন, *গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) থেকে*

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার হাতিখলা গোলাম রহমান দাখিল মাদ্রাসায় ছাত্র-শিক্ষক নেই। নেই চেয়ার-টেবিলও। তবুও এ মাদ্রাসায় প্রতি বছর পাসের হার দেখানো হয় শতকরা ৭০ ভাগ! ২০০৫ সাল থেকে মাদ্রাসায় এ অনিয়ম চলে এলেও এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন নজরদারি নেই।

জানা যায়, ১৯৮৫ সালে হাতিখলা গোলাম রহমান মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা গোলাম রহমান মাদ্রাসার নামে কিছু জায়গা দান করে এলাকার গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে অনুমোদন নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে এ মাদ্রাসায় গোলাম রহমানের ছেলে আবদুল খালেককে সুপার এবং তার তিন ছেলে, ছেলেবউ, মেয়েজামাই, খালেকের ভাইসহ পরিবারের আটজনকেই চাকরি দেয়া হয়। বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হলেও প্রতিষ্ঠাতার ছেলে আবদুল খালেক তৎকালীন গফরগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম রব্বানী ও অফিস সহকারী অনুপ শেঠের সহযোগিতায় লোক দেখানো নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ওই মাদ্রাসায় বেশ কয়েকজনকে চাকরি দেন। ওই সময় অন্তত পাঁচজন শিক্ষককে এক থেকে দুই লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে চাকরি প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবদুল খালেক, জাহাঙ্গীর ও আলমগীর (ছেলে), শামীম (খালেকের ভাই) ইব্রাহীম, শেফালী, ওয়াহিদুজ্জামান (মেয়েজামাই) এদের নিয়ে গড়ে ওঠে পারিবারিক মাদ্রাসা। পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপার ওয়াহিদুজ্জামান শ্বশুরের কথামতো কাজ না করায় তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে তাকে বাদ দিয়ে খালেক নিজেই ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০১ সালের ১ জুন মাদ্রাসা বোর্ড বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতির কারণে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও স্বীকৃতি স্থগিত করে।

যুগান্তর
গফরগাঁও হাতিখলা গোলাম রহমান দাখিল মাদ্রাসার বেহাল অবস্থা

সরেজমিনে দেখা যায়, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী, চেয়ার-টেবিল কিছুই নেই। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে মাদ্রাসার নামে বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। ৭০ ভাগ পাসের ফলাফলও মাদ্রাসা বোর্ড প্রকাশ করছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদ্রাসায় কোন ছাত্র-শিক্ষক নেই, ক্লাস হয় না— তাহলে কীভাবে এ মাদ্রাসার নামে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। জানা যায়, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার দেলোয়ার হোসেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিশেষ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে হলে নিজে উপস্থিত থেকে পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাচ্ছেন। ভারপ্রাপ্ত সুপার জানান, তাদের গত বছরও ৭০ ভাগ পাসের রেজাল্ট ছিল। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তফা কামাল জানান, বিষয়টি আমার জানা নেই, জেনে বলতে পারব।